পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১৩শ সংখ্যা, পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী,
০৫ই জুন, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ভক্তিযোগ
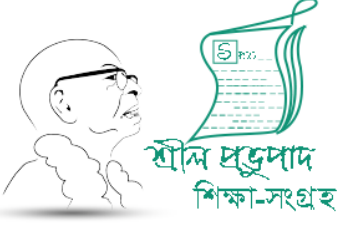
(দ্বিতীয় পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

*****বিধিবদ্ধভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন** – এই শ্লোকে ভক্তিযোগের দুটি ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে। তার প্রথমটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। আর অপরটি হচ্ছে যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারেননি। এই দ্বিতীয় স্তরের ভক্তদের জন্য নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অনুশীলন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ভক্তিযোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার পন্থা। ভবসংসারে বর্তমান সময়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিরত থাকার ফলে মায়াবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা কলুষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হতে থাকে এবং অবশেষে তা যখন পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন তারা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসে। মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত জীবনে আমি কোন না কোন মালিকের চাকরি করতে পারি, কিন্তু সেই দাসত্ব ভালবাসার নয়। আমি কেবল মাত্র কিছু টাকা পাওয়ার জন্য সেই চাকরি করি এবং সেই মালিকও আমাকে ভালবাসে না; আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে আমাকে মাহিনা দেয়। সুতরাং, সেখানে ভালবাসার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক জীবনের চরম পরিণতি হচ্ছে সেই নির্মল দিব্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই সেই প্রেমভক্তির স্তর লাভ করা যায়। সকলের হৃদয়ে এই ভগবৎ-প্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে ভগবৎ-প্রেম বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু জড়-জাগতিক সঙ্গের প্রভাবে তা কলুষিত। এখন জড় বিষয়ের প্রভাব থেকে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে হবে এবং তা হলে যে কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তা পুনরুজ্জীবিত হবে। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পূর্ণ পন্থা। ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হলে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিধিবিধান পালন করা কর্তব্য-খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা, স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আরতি করা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, তারপর ফুল তুলে ভগবানের শ্রীচরণে তা নিবেদন করা, ভোগ রান্না করে তা ভগবানকে নিবেদন করা, প্রসাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি। নানা রকমের বিধিনিয়ম আছে যেগুলি অনুশীলন করতে হয়। আর নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা শ্রবণ করতে হয়। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে যে কেউ প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং তার ফলে অবশ্যই চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারা যায়। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বিধিবদ্ধভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে অবশ্যই ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়।

(গীতা ১২.৯ তাৎপর্য)

*****বহু রসে ভক্তিযোগের অনুশীলন** – পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয়কে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে, তারা ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হবেন। এই সূত্রে শ্রীল মধ্ব মুনি মন্তব্য করেছেন যে, ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। এমনকি অন্য উপায়ে নিবারণ করা সম্ভব নয় যে ব্রহ্মশাপ, তাও ভক্তিযোগের দ্বারা পরাভূত করা হয়। বহু রসে ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব। বারটি রস রয়েছে—পাঁচটি মুখ্য এবং সাতটি গৌণ। পাঁচটি মুখ্য রসের দ্বারা ভক্তিযোগের অনুশীলন সম্ভব, কিন্তু অন্য সাতটি গৌণ রসের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন যদিও পরোক্ষভাবে সম্পাদিত হয়, তবুও যদি তা ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাদেরও ভক্তিযোগ বলে গণনা করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্তিযোগে সব কিছুরই সমাবেশ হয়। কোন না কোনভাবে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত হন, তাহলে তিনি ভক্তিযোগে যুক্ত হন, যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে– –**কামং ক্রোধং ভয়ম্‌**। কামের বশবর্তী হয়ে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনই, কংস মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়ে ভক্তিযোগে আসক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে দেখা যায়, ভক্তিযোগ এতই শক্তিশালী যে, ভগবানের শত্রু হয়ে নিরন্তর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর চিন্তা করলেও অচিরেই মুক্তি লাভ করা যায়। কথিত আছে, **বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ** — ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তদের বলা হয় দেবতা, আর অভক্তদের বলা হয় অসুর।" কিন্তু ভক্তিযোগ এতই শক্তিশালী যে, দেব এবং অসুর উভয়েই তাঁর সুফল লাভ করতে পারে, যদি তারা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করে। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৫) ভগবান বলেছেন, **মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ** — "সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর।" কিভাবে চিন্তা করতে হবে, তাতে কিছু যায় আসে না। কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করাই হচ্ছে ভক্তিযোগের মৌলিক তত্ত্ব।

(ভাঃ ৩.১৬.৩১ তাৎপর্য)

ভগবান তাঁর শুদ্ধভক্তের সেবার কথা কখনই বিস্মৃত হন না – ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্তরা ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতির বিকাশ সাধন করেন। এমন কি মৃত্যুর সময় ভক্ত যদি তাঁর ভগবৎ-সেবা স্মরণ করতে নাও পারে, তবু ভগবান তাঁকে বিস্মৃত হন না। ভক্তের ত্যাগ ও নৈসর্গের কথা ভগবানকে স্মরণ করানোর জন্য এই প্রার্থনাটি প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এমন কি স্মরণ করানোর কেউ না থাকলেও ভগবান তাঁর শুদ্ধভক্তের সেবার কথা কখনই বিস্মৃত হন না। ... বদ্ধ জীবের দুটি কাজ- দেহের প্রতিপালন এবং আত্ম-উপলব্ধি। ... এই দুটি কার্য একই সাথে করা উচিত, কারণ একজন বদ্ধ জীব তার দেহের প্রতিপালন পরিত্যাগ করতে পারে না। ভগবদ্ভজন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের প্রতিপালনের কর্ম সমানুপাতিক ভাবে হ্রাস পায়। ভগবদ্ভজন নির্দিষ্ট পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বিষয়াসক্তি পরিলক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত যে, সেই বৈষয়িক কার্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কারণ ভগবৎ-কৃপায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই অসম্পূর্ণতার অবসান হয়। তাই ভগবদ্ভজনের পথই একমাত্র সঠিক পন্থা।

(শ্রীঈশোপনিষদ মন্ত্র ১৭)

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা – ৭ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর)
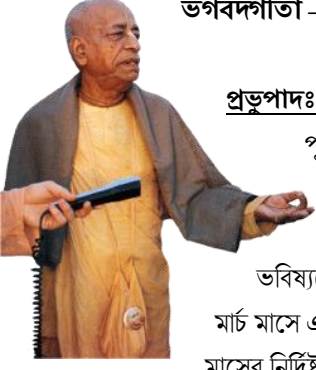
প্রভুপাদঃ এই উপসংহার এমন যে, দুইশত বছর পূর্বে মার্চ মাসে জলবায়ুর অবস্থান যেমন ছিল, ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসেও ঠিক একই অবস্থানে আছে । এবং ভবিষ্যতেও... প্রাকৃতিকভাবে জলবায়ুর অবস্থান মার্চ মাসে একই থাকবে। জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ীও মার্চ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যোদয়ের সময় বর্তমান ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসেও একই । এবং জ্যোতির্বিদ্যায় সমগ্র হিসাব এই ভাবে করা হয়। তারা জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত শত বছরের সারণি তৈরি করে। শত বছরের। তারা কিভাবে তা তৈরি করে? হিসাবের মাধ্যমে, অতীতে এমন ছিল, বর্তমানে এমন আছে এবং প্রাকৃতিকভাবে ভবিষ্যতেও এমন থাকবে । যেমন তোমরা আসন্ন বসন্তের কথা বলছ, কিভাবে প্রকৃতি সাজবে, বসন্তের সময় কেমন হবে, সবাই জানে এটি অত্যন্ত সুন্দর, কারণ সবার অতীত অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং তুমি ভবিষ্যৎ বর্ণনা করছ। এটা ভবিষ্যৎ বলা নয়। এটি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কি ঘটবে তা বর্ণনা করা। এটা ঘটবে।

সুতরাং আমাদের যুক্তিপাতের মাধ্যমে বুঝার জন্য অন্য একটি বিষয়। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যা আমাদের যুক্তির বাইরে । ভগবান, ভগবানের অস্তিত্বের মত বিষয় । অবশ্য যুক্তির মাধ্যমে আমরা অনুমোদন করতে সক্ষম হই, যেহেতু সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা আছে... যেমন আমাদের সামনে রাখা শব্দ সংরক্ষণ যন্ত্র। সুতরাং আমরা জানি একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন । একইভাবে মুদ্রাক্ষরযন্ত্রেরও একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। সবকিছুরই একজন পিতা বা সৃষ্টিকর্তা রয়েছেনল। আমি নিজে, আমি, আমি আমার পিতা কর্তৃক সৃষ্ট । আমার পিতা তার পিতার দ্বারা সৃষ্ট। একইভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা, সমগ্র জড় প্রকাশ- সেখানে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তুমি দেখেছ ? সুতরাং এসব হচ্ছে সরল যুক্তি । এটা বোঝার জন্য খুব কঠিন কিছু নয়। কিন্তু একই সাথে কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, যুক্তির বাইরে, আমি বুঝাতে চাই কল্পনার বাইরে। ঐসব বিষয়কে বলা হয় অচিন্ত্য । অচিন্ত্য মানে অচিন্তনীয় । এখন, আমরা কিভাবে বুঝব কোনটি আমাদের কল্পনার অতীত? শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তামস্তর্কেন যোজয়েৎ "যে কোন কিছু যা আমাদের কল্পনার অতীত, আমাদের বিচার বুদ্ধির অতীত, আমাদের জাগতিক ইন্দ্রিয়ের অতীত, এসব বিষয়ে আমাদের তর্কের মাধ্যমে ধারনা সৃষ্টি করা উচিত নয় ।" বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে যে, তর্কো অপ্রতিষ্ঠঃ "মাধ্যমে... কি উচিত... কি হবে আমাদের প্রকৃত উপলব্ধি যা সাধারণ তর্কের মাধ্যমের আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি না ।" তর্কো অপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ (চৈ.চ. মধ্য ১৭/১৮৬) "আমরা যদি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করি তখন আমরা দেখতে পাব, এক শাস্ত্র যা বলছে অন্য শাস্ত্র তার ভিন্ন কিছু বলছে ।" যেমন গো-হত্যা । মনেকর, মনেকর এটি একটি উপমা। হিন্দুরা গোহত্যাকে ধর্ম বিরোধী কার্য হিসেবে বলে। মোহাম্মদের অনুসারীরা বলে, "না, গোহত্যা ধর্মীয় ।" সেখানে কিছু সমন্বয় আছে, কিন্তু... এখন, শাস্ত্রে আমি দেখি যে গোহত্যা, কিছু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে গোহত্যা অধর্মীয়, কিন্তু কিছু কিছু অন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে ধর্মীয়।

সুতরাং আমি কোনটা গ্রহণ করব? এটা হচ্ছে নি... এটি ঠিক অথবা সেটি ঠিক? সুতরাং সেখানে এটা বলা হয়েছে যে, "স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ ।" তুমি যদি বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন কর তুমি বিভিন্ন বিরুদ্ধ মত যুক্ত বক্তব্য খুজে পাবে। তোমার শাস্ত্র আমার শাস্ত্র হতে ভিন্ন হতে পারে এবং "নাসৌ মুনির যস্য মতম্ ন ভিন্নম ।" তুমি যদি দার্শনিকদের পরামর্শ নাও, একজন দার্শনিক অন্য দার্শনিক হতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। একজন বড় দার্শনিক মানে যিনি অন্য দার্শনিকের মতকে খণ্ডন করেছেন এবং নিজে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন, "এটাই সত্য ।" এটাই চলছে । সুতরাং, "তর্কো অপ্রতিষ্ঠঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির যস্য মতম্ ন ভিন্নম ।" তাহলে কিভাবে উপসংহার করা যায় যে, কোনটি সঠিক পন্থা? আমি আমার অপরিপক্ব যুক্তির দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠা করতে পারব না । আমি শাস্ত্রের পরামর্শও নিতে পারছি না। তাহলে সঠিক বস্তুটি লাভের পন্থা কি হবে? "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াংঃ "ধর্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত হয়ে আছে ।" সুতরাং এটাকে কিভাবে জানা যায়? "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" (চৈ.চ মধ্য ১৭/১৮৬) । "যাকে মহাজন বলে সাধুরা স্থির করেছেন তিনি যে পন্থাকে 'শাস্ত্র পন্থা' বলেছেন, সেই পথেই সকলের অনুগমন করা উচিত। এটাই সবকিছু ।" যেমন তোমাদের খ্রিষ্টান ধর্মে বাইবেলের সব নির্দেশ তুমি নাও বুঝতে পার অথবা তোমার সময় নাও থাকতে পারে কিন্তু সরলভাবে তুমি যদি ভগবান যীশু খ্রিস্টের প্রকৃত জীবনী অনুসরণ কর, তখন তুমি একই ফল লাভ করবে। একই ভাবে মোহাম্মদের অনুসারীরা মোহাম্মদ, হযরত মোহাম্মদের জীবনচরিত অনুসরণ করে তারা একই ফল লাভ করবে। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" (চৈ.চ মধ্য ১৭/১৮৬)। ঠিক যেমন, একটি অজানা পথে, একটি গ্রামে বিশেষ করে যেখানে একটি মাঠ আছে... এখন, এই, এই শহরে তুমি জান যে, "আমি অনেক দূরে এসেছি ।" কারন রাস্তাগুলি সংখ্যা চিহ্নিত এবং তুমি তার অবস্থান পেয়েছ এবং সেখানে কিছু লক্ষণ রয়েছে, এই বাড়ী বা সেই বাড়ী। কিন্তু এই দেশে সবকিছু সব, সব জায়গা একই একই রকম প্রকৃতির, একই বন, একই মাঠ, একই ঘাস। আমরা জানি না আমরা কোথায় যাচ্ছি অথবা সমুদ্রে অথবা সমুদ্রে । আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তোমরা কি কখনও সমুদ্রে ভ্রমণ করেছ? না। কিন্তু আমি যখন ভারতবর্ষ থেকে আসছিলাম আমি চারদিকে শুধু গোলাকার দেখছিলাম, গোলাকার জল দেখছিলাম । আমি জানি না জাহাজ কোনদিকে যাচ্ছে। তুমি দেখছ? তাদের কাছে একটি সামুদ্রিক মানচিত্র ছিল। অক্ষাংশ অনুযায়ী, দ্রাঘিমাংশ অনুযায়ী, সময় অনুযায়ী এবং মানচিত্র অনুযায়ী তারা হিসাব করছিল । এখন আমি মুখ্য নাবিককে জিজ্ঞাসা করছিলাম, "আমরা কোথায় এসেছি?" সে বলছিল ভূমধ্যসাগর। "ও, আমরা ইতালি থেকে অনেক মাইল দূরে এসেছি । আমরা অনেক কিলোমিটার দূরে... হতে ।" এই এমন "তিওনেশিয়া। এখন আমরা জিব্রাল্টার দিকে যাচ্ছি ।" এই রকম। কিন্তু আমি শুধুমাত্র বিপুল পরিমান জলরাশি দেখছিলাম। আমি দেখছিলাম, "দশ মাইল পরে হয়ত আমি পৌঁছে যাব কিন্তু এটা পৌঁছে নি ।" তাহলে তখন কিভাবে, কি ছিল এই সব সামুদ্রিক মানচিত্রে? এই সামুদ্রিক মানচিত্রগুলো ছিল অভিজ্ঞ নাবিকদের দ্বারা অঙ্কিত মানচিত্র। মুখ্য নাবিক এই মানচিত্র অনুসরণ করছিলেন। কারণ এটি ছিল অভিজ্ঞ নাবিকদের দ্বারা তৈরি । এটি কিছুই নয় । সুতরাং একইভাবে আমাদেরকে অনুসরণের জন্য আমাদের মুক্তির পথ হিসাব করে বের করতে হবে যেমন মুক্ত আত্মারা।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

আগ্রহী মহৎপ্রাণ ভক্তদের সাদর আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আপনারা মাত্র ২ পৃষ্ঠার এই একাদশী-পত্রিকাটি স্বেচ্ছায় ছাপিয়ে অন্য ভক্তদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারেন এবং নিজ নিজ মন্দির বা প্রচার স্থানের বিজ্ঞাপণ ফলকে এটি লাগিয়ে অন্যদেরকেও পড়ার সুযোগ দিতে পারেন।